কালের কণ্ঠ

তারিখ 01 OCT 2013

'সুপারভাইজার' নয়, 'উপসহকারী প্রকৌশলী'

পলিটেকনিক আন্দোলন ১৫ দিন স্থগিত

গতকালও বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ সংঘর্ষ

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▶ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা 'ডিপ্লোমা প্রকৌশলী' হিসেবেই বিবেচিত হবেন এবং চাকরিতে যোগদানকালে তাঁদের পদের নাম 'সুপারভাইজার' নয়, 'উপসহকারী প্রকৌশলী' হিসেবে বিবেচনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল সোমবার দুপুরে সচিবালয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের যৌথ সভা শেষে এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। দাবি পূরণের আশ্বাস পাওয়ার পর বিকেলে ১৫ দিনের জন্য আন্দোলন স্থগিত করেছে পলিটেকনিক শিক্ষার্থীরা। এদিকে দাবি আদায়ে গতকালও সকাল থেকে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ, ভাঙচুর ও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ায় আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা।

যৌথ সভা শেষে শিক্ষাসচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, 'যাঁরা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করবেন তাঁরা ডিপ্লোমা প্রকৌশলী হিসেবেই অভিহিত হবেন, ▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৪

পলিটেকনিক আন্দোলন ১৫ দিন স্থগিত

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

সুপারভাইজার হিসেবে নন।'

গণপূর্তসচিব খোন্দকার শওকত হোসেন বলেন, চাকরিতে প্রবেশের সময় ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের উপসহকারী প্রকৌশলী হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এ বিষয়ে ২০০৮ সালের গেজেট সংশোধনের জন্য ইতিমধ্যে আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত পেলেই বিধিমালাটি গেজেট আকারে প্রকাশ করা হবে।

সভায় ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশের (আইডিইবি) সভাপতি এ কে এম এ হামিদ, সাধারণ সম্পাদক শামসুর রহমান, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শাহজাহান মিঞা, কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবুল কাশেম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিকেলে আন্দোলনকারীদের নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে শিক্ষাসচিব ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত করেন। সভা শেষে কারিগরি ছাত্র পরিষদের আহবায়ক জাকির হোসেন সাগর বলেন, 'যেহেতু সরকার আমাদের দাবি পূরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাই দাবিগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৫ দিনের জন্য আন্দোলন স্থগিতের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শিক্ষার্থীরা এ সময় রাজপথে থাকবে না।' তবে যেসব শিক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার দাবি জানান তিনি।

এদিকে সকাল ১১টার দিকে তেজগাঁও এলাকায় ২০০-৩০০ শিক্ষার্থী জড়ো হয়ে প্রধান সড়কে উঠে বিক্ষোভের চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের সরিয়ে দেয়। তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানার ওসি মো. মনিরুজ্জামান জানান, পলিটেকনিকের শিক্ষার্থীরা আগের দিনের মতো কর্মসূচি পালনের চেষ্টা করলে তাদের বুঝিয়ে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

রাজশাহীতে আন্দোলনকারীরা সকাল সাড়ে ৯টার দিকে ক্যাম্পাসের সামনে বিক্ষোভ শুরু করে। একপর্যায়ে তারা পুলিশের একটি মোটরসাইকেল ও কলেজের আসবাব বাইরে নিয়ে এসে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে। পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ার শেল ছুড়লে দুই পক্ষে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া হয়। একপর্যায়ে শিক্ষার্থীরা রাজশাহী-নওগাঁ সড়কে অবস্থান নিয়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে ককটেল ছুড়লে পুলিশও পাল্টা রাবার বুলেট ছোড়ে ও লাঠিপেটা করে। দেড় ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষে পুলিশসহ শতাধিক আহত হয়। আটক করা হয়েছে ৩৮ শিক্ষার্থীকে। নগরীর বোয়ালিয়া থানার ওসি জিয়াউর রহমান বলেন, সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিবিরের ক্যাডাররা মিশে পুলিশের ওপর হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগে মেতে ওঠে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ তাদের লাঠিপেটা করতে বাধ্য হয়।

বগুড়ার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ হোসেন জানান, সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ইনস্টিটিউটে সভা-সমাবেশ ও মিছিলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। কিন্তু এর মধ্যেও একদল শিক্ষার্থী মিছিল নিয়ে ইনস্টিটিউটের সামনে রাস্তা অবরোধের চেষ্টা করে। বগুড়ার সহকারী পুলিশ সুপার (মিডিয়া) গাজীউল হক জানান, আন্দোলনকারীরা ইনস্টিটিউটের সামনের রাস্তা অবরোধের চেষ্টা করলে পুলিশ লাঠিপেটা, টিয়ার শেল ও রাবার বুলেট ছুড়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। ছাত্ররা চলে যাওয়ার সময় তিন-চারটি গাড়ি ভাঙচুর করে। এ সময় আটক করা হয়েছে দুই ছাত্রকে।

খুলনায় শিক্ষার্থীরা পলিটেকনিক মোড় থেকে জংশন হয়ে বৈকালী মোড়ে গিয়ে বিক্ষোভ করে এবং খুলনা-যশোর পুরাতন সড়কের গাবতলা ও মহাসড়কের বৈকালী মোড়ে গাছের গুঁড়ি ফেলে যান চলাচল বন্ধ করে দেয়। এ সময় তারা বেশ কয়েকটি যানবাহনে ভাঙচুর চালায়। পুলিশ গিয়ে বাধা দিলে দুই পক্ষে শুরু হয় সংঘর্ষ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ রাবার বুলেট ও টিয়ার শেল ছোড়ে বলে জানান খালিশপুর থানার ওসি সুকুমার বিশ্বাস। এদিকে বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা মোর্শেদ আহমেদের নেতৃত্বে কিছু যুবক পলিটেকনিকে ভাঙচুর চালায়।

সিরাজগঞ্জ-কাজীপুর সড়কের খোকশাবাড়ীতে সড়ক অবরোধ করলে পুলিশের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠিপেটা, টিয়ার শেল ও রাবার বুলেট ছোড়ে। সংঘর্ষে দুই পুলিশসহ অন্তত ১৬ জন আহত হয়েছে। আটক করা হয়েছে এক শিক্ষার্থীকে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগরে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ইসলামপুর এলাকায় শিক্ষার্থীরা দুপুরে অবরোধ সৃষ্টি করলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে পুলিশসহ অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছে।

ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের চণ্ডীপুলে সড়ক অবরোধ করে অর্ধশতাধিক গাড়ি ভাঙচুর করে সিলেটের শিক্ষার্থীরা। এর জের ধরে পরিবহন শ্রমিক ও এলাকাবাসী প্রতিরোধে নামলে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে ১০ জন আহত হয়। আড়াই ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকায় যাত্রীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

বরিশালের পলিটেকনিকের শিক্ষার্থীদের মিছিল থেকে পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হয়। পুলিশ ধাওয়া দিলে মিছিলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিক্ষার্থীরা চাঁপাইনবাবগঞ্জ-সোনামসজিদ সড়কে বাঁশ ও গাছের গুঁড়ি ফেলে অবরোধ সৃষ্টি করে। আধাঘণ্টা পর পুলিশ ব্যারিকেড সরিয়ে দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

কুড়িগ্রামে সড়ক অবরোধ, বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন করেছে শিক্ষার্থীরা। ভোলায় আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা সকালে ভোলা-চরফ্যাশন সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ মিছিল করে। এ সময় তারা বিআরটিসির একটি বাসে ভাঙচুর চালায়। এতে অন্তত ১২ জন আহত হয়।

পটুয়াখালীতে সকাল ১০টার দিকে শিক্ষার্থীরা পটুয়াখালী-কুয়াকাটা সড়কের করমজাতলা এলাকায় বিআরটিসির একটি বাস ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেয়। কুমিল্লার কোটবাড়ীতে রবিবারের সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশ দুই হাজার জনের নামে দুটি মামলা করেছে।